হৃদ্‌রোগ চিকিৎসাঃ

অতীত ও বর্তমান

আলোক চিত্র প্রদর্শনী

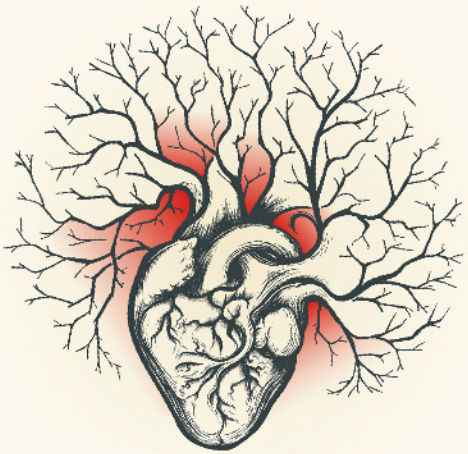

আয়োজনে

হৃদ্‌রোগ বিভাগ

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

সম্পাদনায়

ডা. প্রবীর কুমার দাশ

সার্বিক সহযোগীতায়

ডা. আশীষ দে
ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহীম চৌধুরী
ডা. নরেশ চন্দ্র রায়
ডা. মোহাম্মদ সালেহ উদ্দিন ছিদ্দিকী
ডা. বিপ্লব ভট্টাচার্য
ডা. নুর উদ্দিন তারেক
ডা. আ.ই.ম. নূরুদ্দীন জাহাঙ্গীর
ডা. আনিসুল আউয়াল
ডা. মোঃ রিজোয়ান রেহান
ডা. মোঃ আবুল হোসেন (শাহীন)
ডা. সন্দিপন দাশ

বিভিন্নভাবে

ডা. লক্ষ্মীপদ দাশ
ডা. রাজীব দে
ডা. উজ্জ্বল চক্রবর্তী
ডা. মো. আবিদুর শাহেদীন চৌধুরী
ডা. চঞ্চল বড়ুয়া
ডা. সারাহ মুসাররাত তাসনীম
ডা. শাখাওয়াত হোসেন

প্রকাশনা, প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

দীপক দত্ত

মুদ্রণে

দি এ্যাড কমিউনিকেশন
ফোন : ০৩১-৬১১৭১১

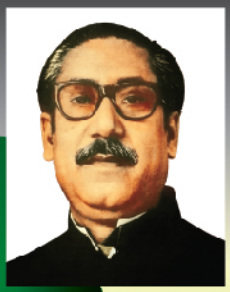

মহান
মুক্তিযুদ্ধের
মহানায়ক
জাতির জনক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ডা: ফজলে রাব্বি মুক্তিযোদ্ধা ব্লকে স্থাপিত মুক্তিযুদ্ধ ও
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি

মহান মুক্তিযুদ্ধের
স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান ও
মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি

বিনম্র শ্রদ্ধা

মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দানে
হৃদরোগ বিভাগে চালু হয় 'ডাঃ ফজলে রাব্বী মুক্তিযোদ্ধা ব্লক'

মুখবন্ধ

'বিশ্ব হার্ট দিবস' ২০১৮ উপলক্ষে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদ্‌রোগ বিভাগ আয়োজিত "হৃদ্‌রোগ চিকিৎসা: অতীত ও বর্তমান" শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও অভিনব আয়োজন। ১০ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে এই হাসপাতালের সর্বস্তরের চিকিৎসক, আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রী, নার্স অফিসার, হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারী, রোগীর স্বজন, সাংবাদিক ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেন। যাঁরা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি তাঁদের জন্যই এই স্মরণিকা। এর মাধ্যমে হৃদ্‌রোগ চিকিৎসার আরম্ভ, তার বিকাশ, সাম্প্রতিক উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে সর্বস্তরের মানুষ পরিচিত হবে। এই আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহসেন উদ্দিন আহমদের অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর তাঁর মূল্যবান সময় ও উপদেশ দিয়ে এই প্রদর্শনীকে সর্বাঙ্গীণ সার্থক করেছেন।

বিএমএ চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডা. মজিবুল হক খান এবং সাধারণ সম্পাদক ডা. ফয়সল ইকবাল চৌধুরীক এই আয়োজনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

এই আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসকে আন্তরিক ধন্যবাদ। 'দি এড কমিউনিকেশন' এর কর্ণধার মি. দীপক দত্তকে এই প্রদর্শনী সুন্দর পরিকল্পনার মাধ্যমে দৃষ্টিনন্দন ও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই স্মরণিকার মাধ্যমে প্রদর্শনীর মর্মবাণী দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ুক এই কামনা করি।

-সম্পাদকমণ্ডলী

হৃদ্‌রোগ চিকিৎসা : অতীত ও বর্তমান

আদিকাল থেকে হৃৎপিণ্ড মানুষের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। মানবদেহের প্রথম যে অঙ্গ কাজ শুরু করে তা হলো হৃৎপিণ্ড। তা থেমে গেলেই জীবনের পরিসমাপ্তি। সব সৃষ্টি ও ধর্মবিশ্বাসে হৃৎপিণ্ডকে আবেগের আবাসস্থান, ভালোবাসার উৎপত্তিস্থল, সাহসের উৎস এবং আত্মার আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই হৃৎপিণ্ড নিয়ে মানুষের কৌতূহল চিরন্তন। হৃৎপিণ্ড সুখে আর অসুখে কীভাবে কাজ করে, তার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা বিষয়ে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই।

হৃদ্‌রোগ বর্তমানে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে মৃত্যুর প্রধান কারণ। প্রতিবছর ২৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ব হার্ট দিবস পালিত হয়। হৃদ্‌রোগের ক্রমবর্ধমান প্রকোপ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং তার প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে জোরদার করতে এই দিবস সারা বিশ্বে একসাথে পালিত হয়। অন্যান্য বারের মতো চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদ্‌রোগ বিভাগ এ বছর 'বিশ্ব হার্ট দিবস' পালন করে। "মাই হার্ট, ইউর হার্ট" (My Heart, Your Heart)-এ প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর বৈজ্ঞানিক কনফারেন্স ও র‍্যালি ছাড়াও এখানে আয়োজন করা হয় "হৃদ্‌রোগ চিকিৎসা: অতীত ও বর্তমান" শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী। ২৯ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া এ প্রদর্শনী চলে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত। প্রথম বারের মতো আয়োজিত ব্যতিক্রমধর্মী এই প্রদর্শনীতে চতুর্দশ শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত হৃদ্‌রোগ চিকিৎসার বিবর্তন ও তার অগ্রগতি উঠে এসেছে। প্রায় ৮০টার মত আলোকচিত্র এতে স্থান পায়। শুরুতে ছিল বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর, ভাস্কর এবং সর্বজনীন জিনিয়াস লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ও তাঁর আঁকা হৃৎপিণ্ড ও রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রথম ছবি। তারপর স্টেথোস্কোপ, রক্তচাপ মাপার যন্ত্র, ইসিজি, ক্যাথেটার, বেলুন এনজিওপ্লাস্টি, এসপিরিন, হেপারিন আবিষ্কার ও আবিষ্কারকের ছবি। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদ্‌রোগ বিভাগে চিকিৎসা গ্রহণ করা বিশেষ কিছু রোগী, তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসার ছবি এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। হৃদ্‌রোগ বিভাগের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন আলোকচিত্রও এতে স্থান পায়।

১০ দিনব্যাপী চলা এই প্রদর্শনীতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সর্বস্তরের চিকিৎসক, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, হাসপাতালে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, নার্স অফিসার, হাসপাতালে ভর্তি রোগীর স্বজন, সাংবাদিক সহ সহস্রাধিক দর্শক অংশগ্রহণ করেন। প্রদর্শনীতে অংশ নেয়া প্রায় ৬০ জন দর্শনার্থী তাঁদের বিজ্ঞ মতামত প্রদর্শনীর বাইরে রক্ষিত মন্তব্য বইয়ে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁরা সকলেই এই ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তা হৃদ্‌রোগ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ এদেশের হৃদ্‌রোগ চিকিৎসা ও প্রতিরোধে ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এই আলোকচিত্র প্রদর্শনী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারিত হলে তা ব্যাপক সাড়া ফেলে।

এই আয়োজনকে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে দিতে এই স্মরণিকা প্রকাশ করা হলো।

ডা. প্রবীর কুমার দাশ
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
হৃদ্‌রোগ বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

বাণী

বিশ্ব হার্ট দিবস'২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের কার্ডিওলজি বিভাগ আয়োজিত "হৃদ্‌রোগ চিকিৎসা: অতীত ও বর্তমান" শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী সুসম্পন্ন হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। ব্যতিক্রমধর্মী এই আয়োজন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ তথা বাংলাদেশে প্রথম। এই আয়োজনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কার্ডিওলজি বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন।

১০ দিনের এই প্রদর্শনীতে এই কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, চিকিৎসকগণ অংশগ্রহণ করেন। আলোকচিত্রের মাধ্যমে হৃদ্‌রোগ বিষয়ে তাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন– এটা সত্যিই আনন্দের। কার্ডিওলজির মতো একটি বিষয়ের অতীত চিকিৎসা ব্যবস্থা ও বর্তমান উন্নতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণের এক অনবদ্য ব্যবস্থা ছিল এটি। জীবনঘনিষ্ঠ এই আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আবেদন সর্বজনীন। এই প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু ও তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশের প্রতিটি মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছাতে এই ধরনের একটা স্মরণিকার গুরুত্ব অপরিসীম। এ স্মরণিকার মাধ্যমে হৃদ্‌রোগ চিকিৎসার অতীত ও বর্তমান এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের কার্ডিওলজি বিভাগের কর্মকাণ্ড দেশ-বিদেশে সকলের কাছে পৌঁছাক এবং তা হৃদ্‌রোগ শিক্ষা ও চিকিৎসায় অবদান রাখুক–এ প্রত্যাশা করি।

প্রফেসর (ডা.) সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর
অধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

বাণী

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবার বিশ্ব হার্ট দিবস' ২০১৮ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বিভাগীয় কনফারেন্স হলে "হৃদ্‌রোগ চিকিৎসা : অতীত ও বর্তমান"-শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী সফলভাবে সম্পন্ন হওয়াতে আমি আনন্দিত। এ ধরনের আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন যেকোনো হাসপাতালের জন্য এই প্রথম। হৃদ্‌রোগ চিকিৎসার অতীত ইতিহাস, তার বিবর্তন ও বর্তমান আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিকে উপজীব্য করে একটি সুন্দর, তথ্যবহুল ও উপভোগ্য আলোকচিত্র প্রদর্শনী সম্ভব– এটা হয়তো এর আগে কেউ ভেবে দেখেনি। এটাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য এই বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদ্‌রোগ বিভাগের গৃহীত অত্যাধুনিক বিভিন্ন পরীক্ষা ও চিকিৎসাপদ্ধতি, এই বিভাগে ভর্তি হওয়া বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রোগীর বিভিন্ন দিক আলোকচিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই প্রদর্শনীতে। এই প্রদর্শনীকে এই হাসপাতালের গণ্ডির বাইরে ছড়িয়ে দিতে এই ধরনের একটা স্মরণিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ স্মরণিকার মাধ্যমে এই প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু অন্যান্য হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ুক– এই প্রত্যাশা রইল।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহসেন উদ্দিন আহমদ
পরিচালক
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

হৃদ্‌রোগ চিকিৎসা :
অতীত ও বর্তমান

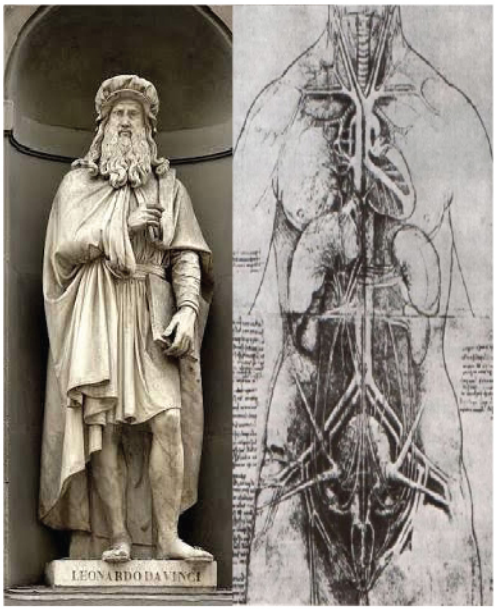

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) : বিশ্ব বিখ্যাত চিত্রকর, ভাস্কর, এনাটমিষ্ট লিওনার্দো দা ভিঞ্চি প্রথম মানবদেহের হৃৎপিণ্ড ও রক্তসংবহন তন্ত্রের ছবি আঁকেন। এই সর্বজনীন প্রতিভা তাঁর আঁকা হৃৎপিণ্ডের এক ছবিতে উল্লেখ করেন : 'বয়স্কদের হৃৎপিণ্ডের রক্তনালি সরু হয়ে পড়লে এই অঙ্গে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়'। এটাই চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে করোনারি হৃদ্‌রোগ (coronary artery disease)-এর প্রথম বর্ণনা।

হৃৎপিণ্ড একটি শক্তিশালী পাম্প। এটি চার প্রকোষ্ঠে বিভক্ত : ডান অলিন্দ ও নিলয়, বাম অলিন্দ ও নিলয়। ডানদিকে শরীরের রক্ত এসে জমা হয়। বামদিক রক্ত পাম্প করে সারা শরীরে প্রেরণ করে। উইলিয়াম হার্ভে ১৬২৮ সালে প্রথম তা বর্ণনা করেন।

স্টিফেন হেইলস প্রথম সরাসরি রক্তচাপ পরিমাপ করেন। তিনি ঘোড়ার গলদেশের রক্তনালিতে (carotid artery) গ্লাসপাইপ ঢুকিয়ে এই পরিমাপ করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পরিবর্তন, পরিবর্ধনের মাধ্যমে বর্তমান রক্তচাপ যন্ত্র (এনেররেড ও পারদ) ব্যবহার উপযোগী হিসেবে প্রচলিত হয়।

হৃদ্‌রোগ নির্ণয়ের জন্য হৃদ্‌স্পন্দন তথা হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনা আবশ্যক। স্বাভাবিক লাব্-ডাব্ শব্দ ছাড়াও অস্বাভাবিক শব্দ (murmur) শোনার জন্য স্টেথোস্কোপ প্রয়োজন। ফরাসি চিকিৎসক টিআরএইচ লিনে (১৭৮১-১৮২৬) স্টেথোস্কোপ-এর আবিষ্কারক। এই যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে চিকিৎসকগণ রোগীর বুকে কান পেতে হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতেন। মহিলা রোগীদের ক্ষেত্রে এভাবে পরীক্ষা করা ছিল এক বিব্রতকর পরিস্থিতি।

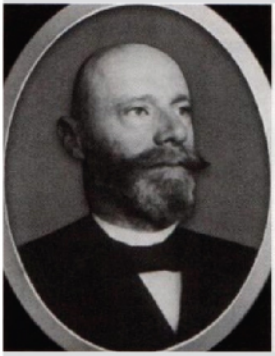

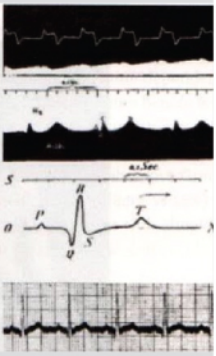

করোনারি হৃদ্‌রোগ, হৃদ্‌পিণ্ডের ছন্দহীনতা (arrhythmia) ও অন্যান্য হৃদ্‌রোগ শনাক্তকরণের প্রাথমিক পরীক্ষা ইসিজি। ডাচ পদার্থবিদ উইলিয়াম ইনথোভেন (Willium Einthoven) ১৯০১ সালে গ্যালভানোমিটার থেকে ইসিজি আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। অবশ্য ইসিজি মেশিনের ব্যবহার সফলভাবে প্রথম শুরু হয় ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় হৃদ্‌রোগ নিরূপণে।

হৃদ্‌রোগ নিরূপণ ও তার আধুনিক চিকিৎসায় অত্যাবশ্যক পরীক্ষা কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন (cardiac catheterization)। প্রথম এই পরীক্ষার কৃতিত্ব ওয়ার্নার ফসম্যানের। তিনি তাঁর নিজের বাম হাতের শিরায় মূত্রনালির চিকিৎসায় ব্যবহৃত একটি ক্যাথেটার ঢুকিয়ে দৌড়ে যান এক্স-রে বিভাগে। এক্স-রেতে দেখা যায় এই ক্যাথেটারের অগ্রভাগ হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দ পৌঁছেছে। এভাবে প্রথম ক্যাথেটার পরীক্ষা শুরু হয়।

ওয়ার্নার ফসম্যান (বাম দিক থেকে দ্বিতীয়) প্রথম ক্যাথেটার পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষার উন্নয়ন সাধন করেন ডি ডাব্লিও বি চার্লস (ডানদিক থেকে ২য়) ও এন্ড্রি এফ কুনান্ড (সর্ব ডানে)। প্রচলন করেন রোগীর জন্য উপযোগী ক্যাথেটার। এই তিনজন তাঁদের অবদানের জন্য মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার পান।

জা ম্যাকলিয়েন মেডিকেল ছাত্র থাকা অবস্থায় জন হপকিন্স-এর ইউলিয়াম হাওয়েল ল্যাবরেটরিতে (১৯১৫-১৯১৬) কাজ করার সময় হেপারিন (heparin) আবিষ্কার করেন। রক্ত জমাট বেঁধে সৃষ্ট হার্ট অ্যাটাক (করোনারি থ্রম্বোসিস), পালমোনারি এম্বোলিজম (ভেনাস থ্রম্বোসিস) সহ বিভিন্ন প্রাণঘাতী হৃদ্‌রোগে রক্ত তরল রাখতে তা অপরিহার্য। আবার বেলুন এনজিওপ্লাস্টি, স্টেন্ট প্রতিস্থাপন, বাইপাস সার্জারি, কৃত্রিম ভাল্ব প্রতিস্থাপন করার পর রক্ত জমাট বাঁধতে পারে। এসব ক্ষেত্রে রক্ত সচল রাখতে হেপারিন আবশ্যক।

প্রথম বাজারজাত এসপিরিন। ১৮৯১ সালে আন্তর্জাতিক ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি বায়ার (Bayer) বাণিজ্যিকভাবে তা বিপণন শুরু করে। রক্তের অনুচক্রিকার উপর কাজ করে এসপিরিন রক্তকে তরল ও সচল রাখে। হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে, হার্ট অ্যাটাক পরবর্তী সময়ে পুনঃহার্ট অ্যাটাক বন্ধ করতে, বেলুন এনজিওপ্লাস্টি ও স্টেন্ট লাগানোর সময় ও তৎপরবর্তীকালে রক্তকে তরল রাখতে এসপিরিন অপরিহার্য। এসপিরিন সারা বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে সফল উৎপাদিত ওষুধ (synthetic drug)।

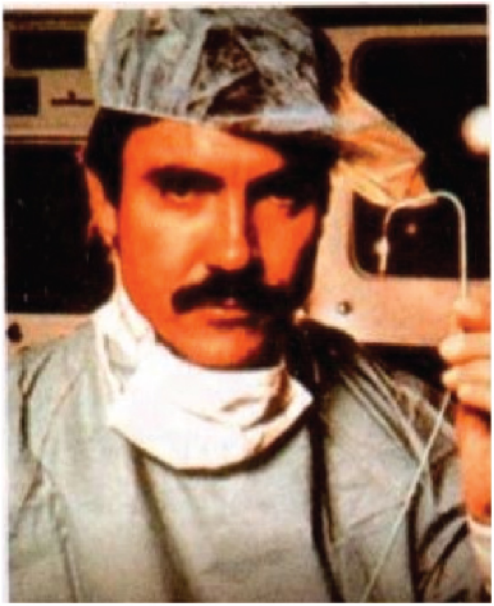

করোনারি রক্তনালির ব্লক সারাতে বেলুন এনজিওপ্লাস্টি ও স্টেন্ট (রিং) প্রতিস্থাপন আধুনিক ও কার্যকরী চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মান হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ এন্ড্রু গ্রানজিক (Andrew Granzig) সুইজারল্যান্ডের জুরিখে প্রথম বেলুন এনজিওপ্লাস্টি করেন।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন। একই সাথে ১৪৯২ সালে তিনি তামাক আবিষ্কার করেন এবং তা আমেরিকা থেকে ইউরোপ নিয়ে আসেন। ছবিতে ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে আমেরিকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের মুখোমুখি দেখা যাচ্ছে।

ধূমপান বাংলাদেশে হৃদ্‌রোগের প্রধান কারণ। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ধূমপায়ীর নির্গত ধোঁয়া দৈত্যের রূপ ধারণ করে ধূমপায়ীকে গ্রাস করছে (ছবি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সৌজন্যে)।

আধূনিক (আমরা ধূমপান নিবারণ করি) তামাক ও ধূমপান বিরোধী সংগঠন। আধূনিকের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক (ডা.) নুরুল ইসলাম।

হার্ট ফেইলিউরের পর হৃৎপিণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। হৃদরোগের সময়োপযোগী ও যথাযথ চিকিৎসা করা না হলে তা একসময় হার্ট ফেইলিউরে রূপ নেয়। এতে হাতে-পায়ে পানি আসে; আঙুলের চাপে তা দেবে যায়।

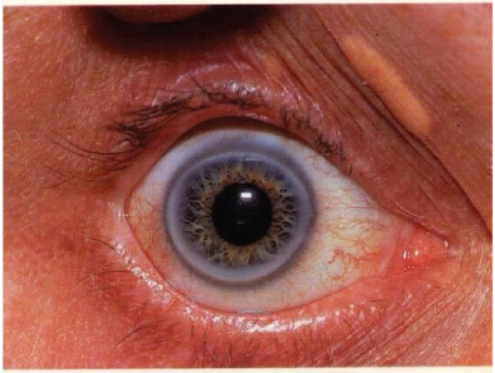

রক্তের উচ্চ কোলেস্টেরল হৃদ্‌রোগের অন্যতম প্রধান ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান। কোলেস্টেরল করোনারি রক্তনালিতে ব্লক সৃষ্টি করে। রক্তের বাড়তি কোলেস্টেরল চোখের কোনায় জমা হয়। ডাক্তারি ভাষায় তাকে বলা হয় জ্যান্থোলেস্‌মা (xantholesma)। এর উপস্থিতি রক্তের মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরলের নির্দেশক।

হাতের জন্মগত বিকৃতির সাথে জন্মগত হৃদ্‌রোগ সহাবস্থান করতে পারে। ছবিতে হাতে ৬টা আঙুল দৃশ্যমান। তার সাথে এই রোগীর অলিন্দের পর্দায় ছিদ্র (atrial septal defect) রয়েছে। গর্ভাবস্থায় হৃৎপিণ্ড ও হাত একই সময়ে (৪-৬ সপ্তাহে) তৈরি হয়। তাই এক অঙ্গের বিকৃতি অন্য অঙ্গকেও জড়াতে পারে। একই কারণে ইস্কেমিয়া জনিত হৃদ্‌রোগে বুক ব্যথার সাথে হাতেও ব্যথা অনুভূত হয়।

হার্ট ফেইলিউরে হৃৎপিণ্ডের পাম্প করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। এতে হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের চাপ বৃদ্ধি পায়। ডান অলিন্দের বাড়তি চাপ গণ্ডদেশের শিরা (jugular vein) পরীক্ষা করে নির্ণয় করা যায়। ছবিতে ওয়ার্ডে এই শিরার চাপ মাপার পদ্ধতি (jugular venus pressure) দেখানো হচ্ছে।

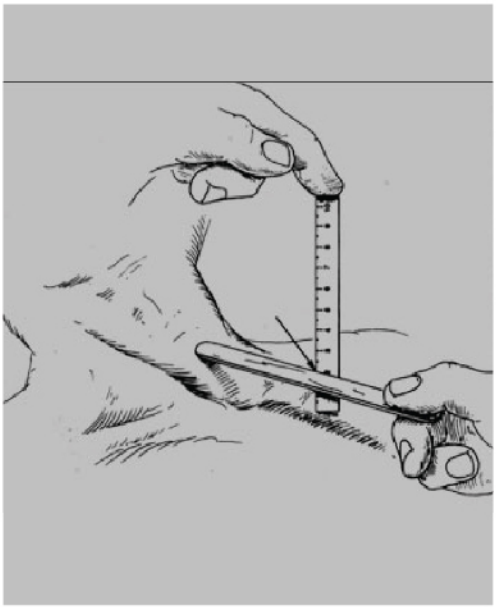

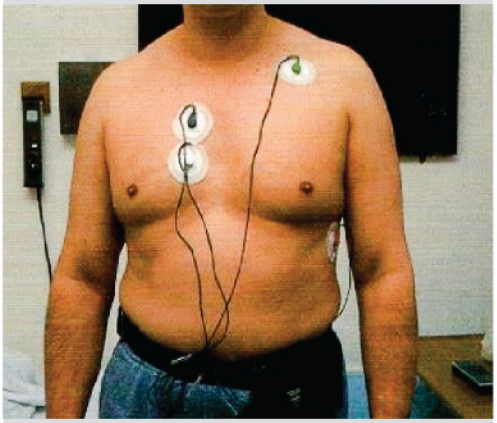

হৃৎপিণ্ডের ছন্দহীনতা নিরূপণে কখনো কখনো ২৪ ঘণ্টার ইসিজি পরীক্ষা করা হয়। এটাই হলো হল্টার পরীক্ষা (Holter)। ছবিতে এই পরীক্ষার জন্য লিড (lead) সংযোজিত রোগী দণ্ডায়মান। রোগী এই ২৪ ঘণ্টায় তার দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যাবেন এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইসিজি রেকর্ড হতে থাকবে। পরবর্তীকালে তা বিশ্লেষণ করা হয়।

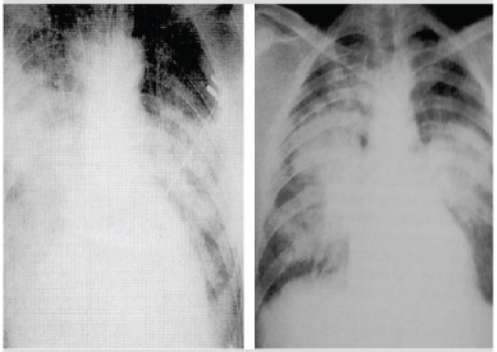

বুকের এক্স-রেতে হার্ট ফেইলিউর শনাক্ত করা যায়। হার্ট ফেইলিউরে হৃৎপিণ্ডের পাম্প করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। বামদিকের অক্ষমতায় ফুসফুসে পানি জমে রোগী শ্বাসকষ্টে ভোগে। ছবিতে (বাম) হার্ট অ্যাটাক পরবর্তী বুকের এক্স-রেতে ফুসফুসে পানি জমার লক্ষণ দৃশ্যমান। অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপে বাম নিলয়ের পাম্প করার ক্ষমতা হ্রাস পেলে একইভাবে ফুসফুসে পানি জমে (ডান ছবি)। এই উভয় অবস্থাকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় একিউট এল.ভি.এফ. (acute LVF)।

বাতজ্বরজনিত হৃদ্‌রোগ এখনো বাংলাদেশে হৃদ্‌রোগের অন্যতম কারণ। এতে মাইট্রাল ভাল্ব (mitral valve) বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছবিটি মাইট্রাল ভাল্ব রোগের বুকের এক্সরে। মাইট্রাল স্টেনোসিসে (mitral stenosis) হৃৎপিণ্ড রক্তপ্রবাহে বাধার সম্মুখীন হলে বাম অলিন্দে চাপ বৃদ্ধি পেয়ে ফুসফুসে পানি জমে ও বিভিন্ন গঠনগত পরিবর্তন ঘটে।

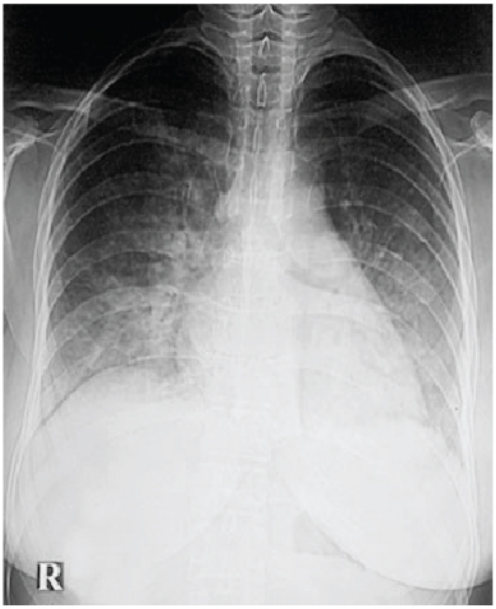

জন্মগত অনেক হৃদ্‌রোগ বুকের এক্স-রে তে শনাক্ত করা যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে তা ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে নিশ্চিত হতে হয়। জন্মগতভাবে হৃৎপিণ্ডে ফুটো থাকার তিনটা অসুখ: (বাম) অলিন্দের পর্দায় ফুটো (ASD) মাঝে নিলয়ের পর্দায় ফুটো (VSD) এবং (ডান) মহাধমনির বাম থেকে ডানে সংযোগ (PDA)। এই তিনটা জন্মগত হৃদ্‌রোগের বিভিন্ন দিক এক্স-রেতে দৃশ্যমান।

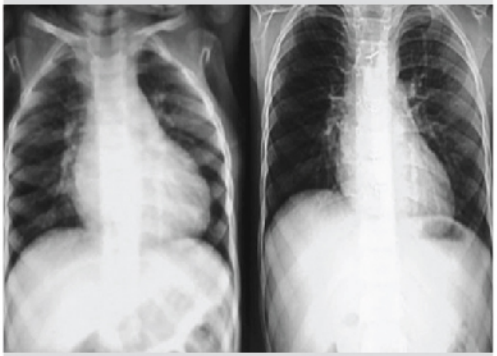

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিলয়ের ফুটো (ventricular septal defect) অপারেশনের মাধ্যমে বন্ধ করা হয়। ছবিতে অপারেশনের পূর্বে (বাম) এবং পরে (ডান) এক্স-রে-তে তা দৃশ্যমান।

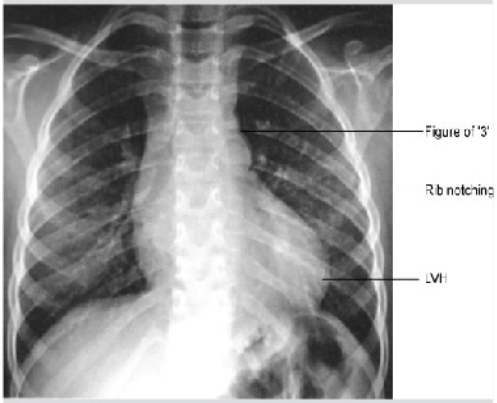

বুকের এক্সরে করে মহাধমনির জন্মগত সংকোচনজনিত হৃদ্‌রোগ (coarctation of aorta) শনাক্ত করা সম্ভব। এই রোগে দৃশ্যমান পরিবর্তনগুলো এখানে প্রদর্শিত হলো।

ফালোট টেট্রালজি (Fallot tetralogy) একটা জটিল জন্মগত হৃদরোগ। এর প্রথম বর্ণনাকারীর নাম অনুসারে এই রোগের নামকরণ। চার ধরনের জন্মগত বিকৃতি থাকায় এর নাম ফালোট টেট্রালজি। এই রোগে বুকের এক্স-রেতে হৃৎপিণ্ড দেখতে অনেকটা বুটের (boot shaped) মতো হয় (পাশে)। তবে যদি কেবল পালমোনারি ভাল্বে সংকোচন (pulmonary stenosis) থাকে তবে তার এক্স-রে ভিন্ন (ডান)।

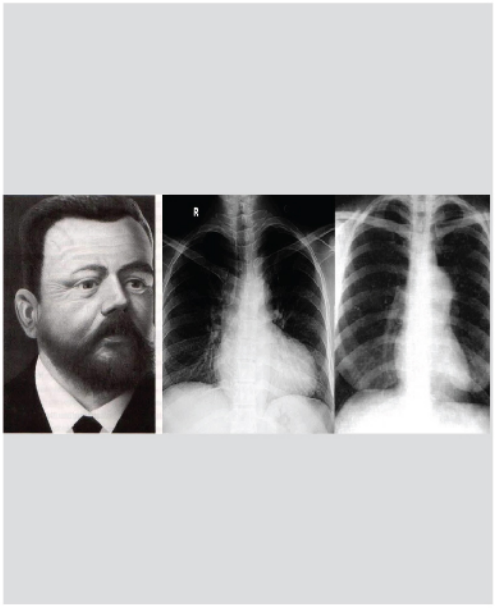

বুকের এক্স-রেতে হৃৎপিণ্ডের আকৃতি বড় দেখা গেলে তা সচরাচর হৃদ্‌রোগ নির্দেশ করে। ছবিতে বিশাল সাইজের হৃৎপিণ্ড জন্মগত জটিল রোগের (Ebstein anomaly) জন্য।

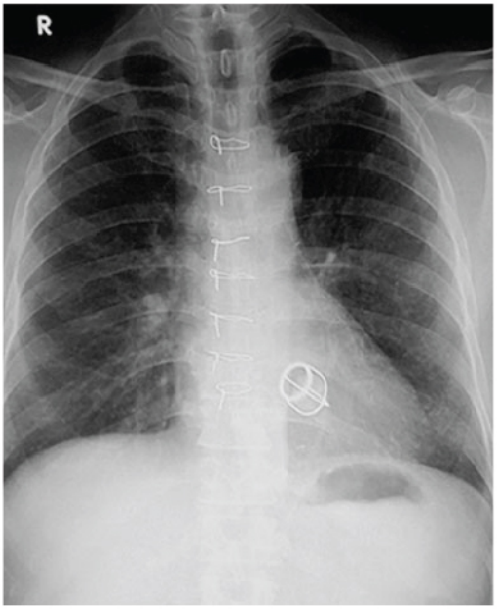

হৃৎপিণ্ডের ভাল্ব অকেজো হয়ে পড়লে কৃত্রিম ভাল্ব লাগানোর প্রয়োজন পড়ে। এক্স-রেতে ধাতব কৃত্রিম মাইট্রাল ভাল্ব দৃশ্যমান। বুকের এক্স-রে-তে কৃত্রিম ভাল্বের অবস্থান দেখা যায় এবং তার কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তবে তা নিশ্চিত হতে ইকোকার্ডিওগ্রাফি পরীক্ষা আবশ্যক।

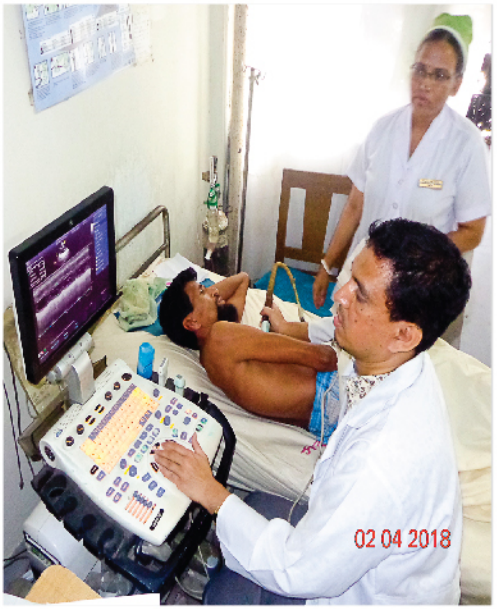

ইকোকার্ডিওগ্রাফি হৃদ্‌রোগ নিরূপণের সহজ ও নিরাপদ পদ্ধতি। যেকোনো ধরনের হৃদ্‌রোগে এই পরীক্ষা করার যৌক্তিকতা রয়েছে। ছবিতে সহকারী অধ্যাপক ডা. আনিসুল আউয়াল ইকোকার্ডিওগ্রাফি পরীক্ষা করছেন।

বিভিন্ন অসুখে হৃৎপিণ্ডের চারদিকে পানি জমে তার কার্যকারিতা ব্যাহত করে। এটি পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন (pericardial effusion)। এই সমস্যা শনাক্তকরণে ইকোকার্ডিওগ্রাফিই নিশ্চিতকরণ পরীক্ষা।

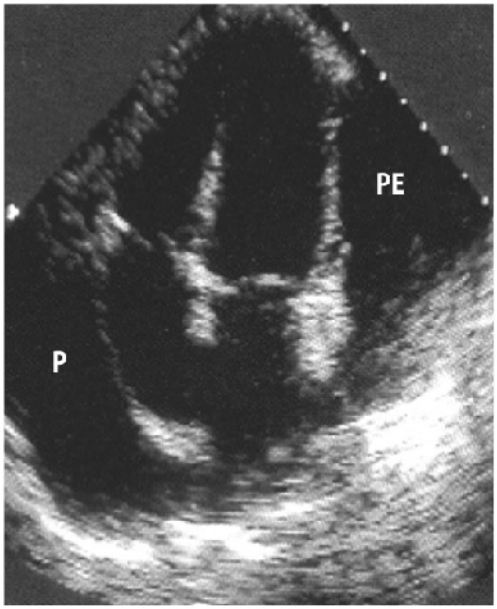

হৃৎপিণ্ডের চারদিকে জমে উঠা পানির পরিমাণ বেশি হলে কিংবা তা অতি দ্রুত জমতে থাকলে তা হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত করে। এটাই পেরিকার্ডিয়াল টেম্পোনেড (pericardial temponade)। ডান অলিন্দ ও নিলয়ের প্রাচীর তুলনামূলকভাবে পাতলা হওয়াতে এক্ষেত্রে এই দুই প্রকোষ্ঠ বেশি চাপে পড়ে। ছবিতে সংকুচিত ডান অলিন্দ ও নিলয় দৃশ্যমান। এক্ষেত্রে দ্রুত এই পানি নিষ্কাশনের (pericardiocentesis) ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

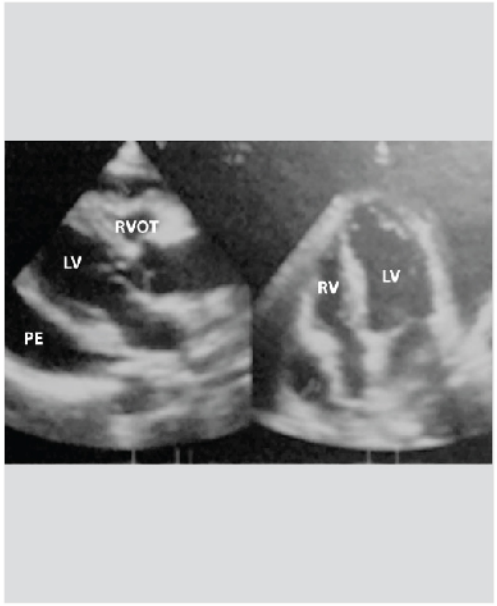

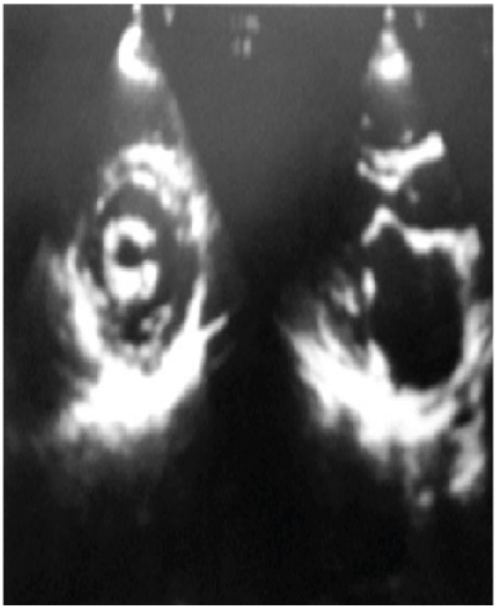

বাতজ্বরের জটিলতাজনিত মাইট্রাল ভাল্ব এর সংকোচন (mitral stenosis) সবচেয়ে বেশি শনাক্তকৃত ভাল্বের অসুখ। ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে এই রোগ সহজে শনাক্ত করা যায়। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বেলুন ফোলানোর মাধ্যমে এই সংকুচিত স্থানকে প্রসারিত করা যায়। এটাই আধুনিক ইন্টারভেনশনাল চিকিৎসা পদ্ধতি (percutaneous mitral valvuloplasty-PMV)

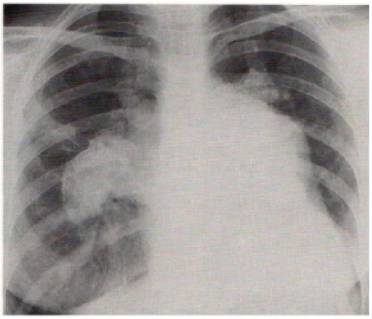

হাত-পায়ের পরীক্ষা হৃদ্‌রোগের উপস্থিতি নির্দেশ করতে পারে। অলিন্দের পর্দার ফুটো এট্রিয়াল সেপটাল ডিফেক্ট (ASD)। দীর্ঘদিন এই ছিদ্র থেকে গেলে তাতে হাত-পায়ের আঙুল নীল বর্ণ (cyanosis) এবং আঙুলের অগ্রভাগ স্ফীত ঢোলের কাঠির মতো হয়ে পড়ে (clubbing)। তাই সঠিক সময়ে এই ফুটো অপারেশনের মাধ্যমে বন্ধ করা কিংবা ইন্টারভেনশাল পদ্ধতিতে তা রিং লাগিয়ে বন্ধ করা আবশ্যক।

অসুস্থ ভাল্ব জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। রক্তবাহিত এই জীবাণু ক্ষতিগ্রস্ত ভাল্বে অবস্থান নেয়, বংশবৃদ্ধি করে, সৃষ্টি করে ভেজিটেশন (vegetation)। ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে এওর্টিক ভাল্বে তা দৃশ্যমান। এই অবস্থায় শিরায় অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা আবশ্যক।

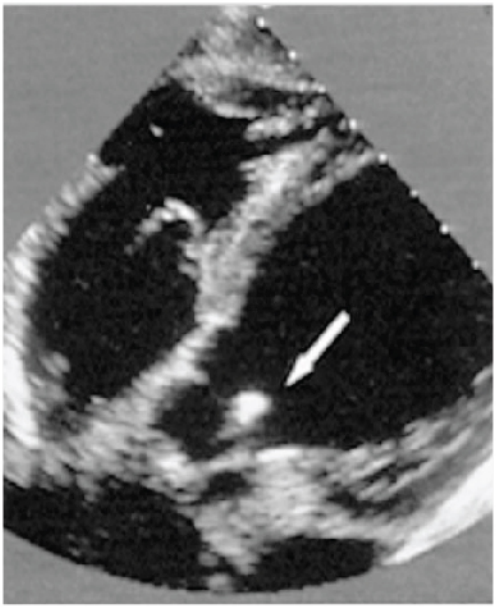

বাম অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যবর্তী মাইট্রাল ভাল্ব ঠিকমতো বন্ধ হতে না পারলে রক্তপ্রবাহ বিঘ্নিত হয়। রক্ত বাম নিলয় থেকে মহাধমনিতে না গিয়ে উল্টো অলিন্দে ঢুকে যায়। বাতজ্বরজনিত হৃদ্‌রোগ, করোনারি হৃদ্‌রোগ ও অন্যান্য হৃদ্‌রোগে তা ঘটে। এক্ষেত্রে কালার ডপলার পরীক্ষায় এই উল্টো পথের রক্তপ্রবাহ সহজে ধরা পড়ে। এটাই মাইট্রাল রিগারজিটেশন (mitral regurgitation)।

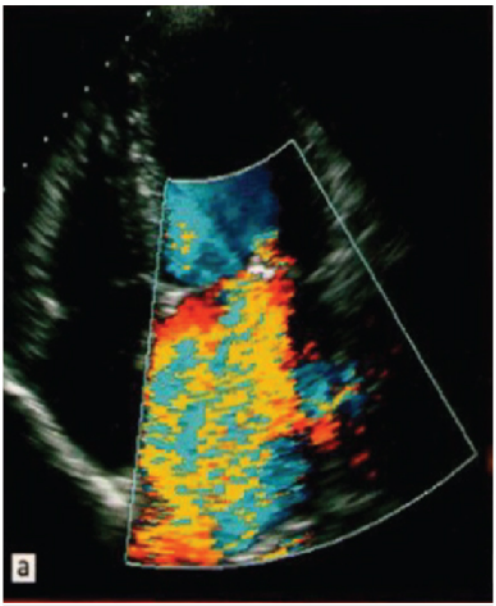

হৃৎপিণ্ডের চার প্রকোষ্ঠে রক্ত সদা প্রবহমান অবস্থায় থাকে। এখানে রক্ত জমাট বাঁধার কোনো অবকাশ নেই। যদি জমাট-বাঁধা রক্ত দৃশ্যমান হয় তবে তা গুরুতর হৃদ্‌রোগ নির্দেশ করে। বাম নিলয়ের পাম্প করার ক্ষমতা ব্যাহত হলে সেখানে রক্ত জমাট বাঁধে। বড় হার্ট অ্যাটাকের পর এমনটা ঘটতে পারে। ছবিতে বাম নিলয়ে এই ধরনের জমাট-বাঁধা রক্ত (thrombus) দৃশ্যমান (বাম)। ডান ছবিতে বাম অলিন্দে একই ধরনের জমাট রক্ত দৃশ্যমান। উভয় ক্ষেত্রে রক্ত জমাট বন্ধ করার জন্য হেপারিন প্রয়োগ জরুরি।

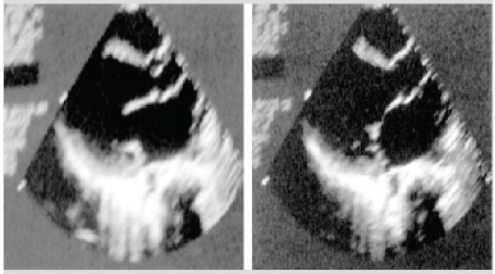

হার্ট ফেইলিউর (heart failure)-এ হৃৎপেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। রক্ত পাম্প করার ক্ষমতা হ্রাস পেলে তা ইকোকার্ডিওগ্রাফি পরীক্ষায় সহজে শনাক্ত করা যায়। ছবিতে (ডান) সংকোচন এবং (বাম) প্রসারণ এই দুই অবস্থায় হার্ট ফেইলিউরে ইকোকার্ডিওগ্রাফি করা হয়েছে।

ক্যাথ ল্যাব ও করোনারি এনজিওগ্রাফি মেশিন: কার্ডিয়াক ক্যাথেরাইজেশন, এনজিওগ্রাফি, বেলুন এনজিওপ্লাস্টি ও স্টেন্ট প্রতিস্থাপন, পেসমেকার (স্থায়ী ও অস্থায়ী) প্রতিস্থাপন করতে বিশেষ স্থাপনাসম্পন্ন ক্যাথল্যাব অপরিহার্য। উপরের ছবিতে সহকারী অধ্যাপক ডা. রিজোয়ান রেহান করোনারি এনজিওগ্রাম পরীক্ষা করছেন।

নীচের ছবিতে ক্যাথল্যাবে (ডান দিক থেকে) সহকারী অধ্যাপক ডা. নুর উদ্দীন জাহাঙ্গীর, স্টাফ নার্স খোকন কান্তি দে, রেজিস্ট্রার ডা. লক্ষীপদ দাশ, সহকারী অধ্যাপক ডা. বিপ্লব ভট্টাচার্য, স্টাফ নার্স আনোয়ার হোসেন, আকন্দ ও মিসেস সুরাইয়া।

ভাসকুলার সীথ ও ডাইলেটর (vascular sheath & dilator) : ক্যাথেটার করতে আবশ্যিক উপাদান। তার ভিতর দিয়ে রক্তক্ষরণ পরিহার করে ক্যাথেটার রক্তনালিতে প্রবেশ করানো যায় (নীচে)। ম্যানিফোল্ড (manifold) করোনারি এনজিওগ্রাফির জন্য অপরিহার্য। তার সাহায্যে রক্তচাপ মাপা, ইঞ্জেকশন দেওয়া ও স্যালাইন দেওয়া একই সাথে সম্ভব (উপরে)।

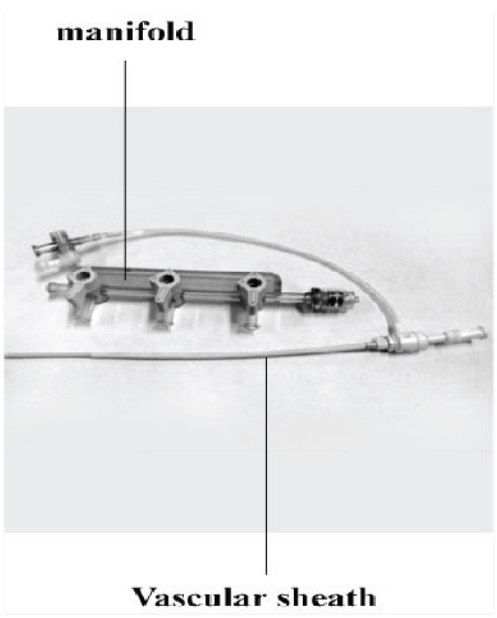

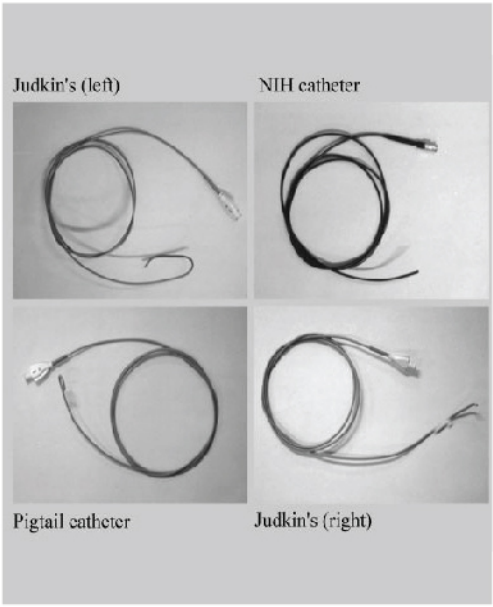

বিভিন্ন ধরনের ক্যাথেটার : ডান ও বাম জুডকিনস (Judkins) ক্যাথেটার যথাক্রমে ডান ও বাম করোনারি এনজিওগ্রাফির জন্য। অগ্রভাগ শূকরের লেজের মতো বলে তা পিগ্‌টেইল (pigtail) ক্যাথেটার। বাম নিলয়ে ইঞ্জেকশনে তা ব্যবহৃত হয়। অন্যটি এনআইএইচ (NIH) ক্যাথেটার, যা ডান নিলয়ে ইঞ্জেকশনে ব্যবহৃত হয়।

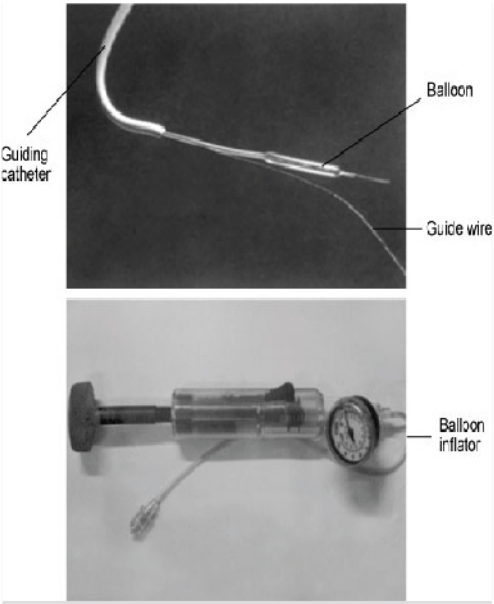

বেলুন এনজিওপ্লাস্টি করোনারি রক্তনালিতে ব্লক সারাতে আধুনিক ও কার্যকরী চিকিৎসা। গাইড ক্যাথেটারের ভিতর দিয়ে তারের উপর বেলুন প্রবেশ করিয়ে তা ফোলানো হয়। ব্লক অপসারিত হয়। তারপর সেই স্থানে স্টেন্ট রেখে আসা হয়। ছবিতে (উপরে) গাইড ক্যাথেটার, তার ও বেলুন এবং (নীচে) বেলুন ফোলানোর ইনফ্লেটর (inflator) দৃশ্যমান।

ক্যাথ ল্যাব কনসোলে ২০১২ সালে তুরস্কের কার্ডিওলজিস্ট ডা. হালিলের সাথে বামদিকে ডা. আশীষ দে, ডান দিকে তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান ডা. এ কে এম মনজুর মুরশেদ এবং ডা. প্রবীর কুমার দাশ ও অন্যান্যরা। ডা: হালিল বেলুন এনজিওপ্লাস্টির প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

মহাধমনির সংকোচন (coarctation of aorta) একটা জন্মগত হৃদ্‌রোগ। এতে মহাধমনিতে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ ভালোভাবে দেখা যায় কার্ডিয়াক এমআরআই (MRI) পরীক্ষায়। ছবিতে এই পরীক্ষায় তার বিভিন্ন পরিবর্তনগুলো নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

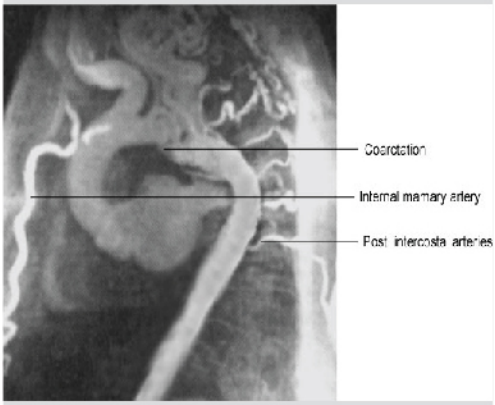

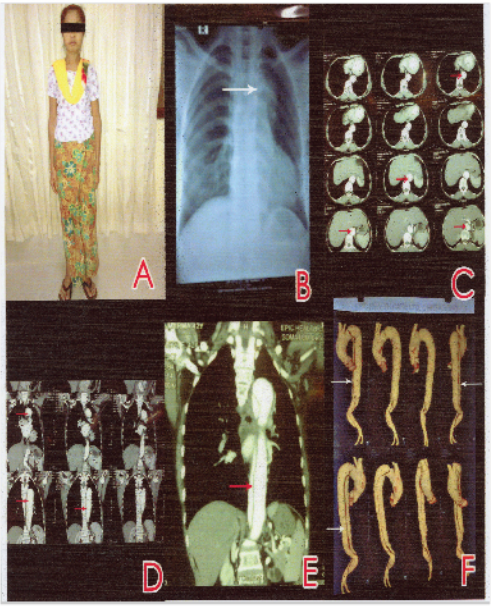

মহাধমনি বিদীর্ণ হওয়া বা ছিঁড়ে যাওয়া (aortic dissection) তীব্র বুকব্যথার অন্যতম কারণ। এটা হার্ট অ্যাটাক বলে ভ্রম হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে পিঠের মাঝামাঝি জায়গায় ব্যথা বেশি অনুভূত হয়। ছবিতে কার্ডিয়াক এমআরআই পরীক্ষায় তা দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে জীবন বিপন্ন হতে পারে।

করোনারি এনজিওগ্রাম হৃৎপিণ্ডের রক্তনালির ব্লক শনাক্ত করার নিশ্চিতকরণ পরীক্ষা। ছবিতে বাম করোনারি ও তার শাখা দুই রক্তনালিতে (এলএডি ও এলসিএক্স) ব্লক দৃশ্যমান। এক্ষেত্রে বাইপাস অপারেশন করার প্রয়োজন হতে পারে।

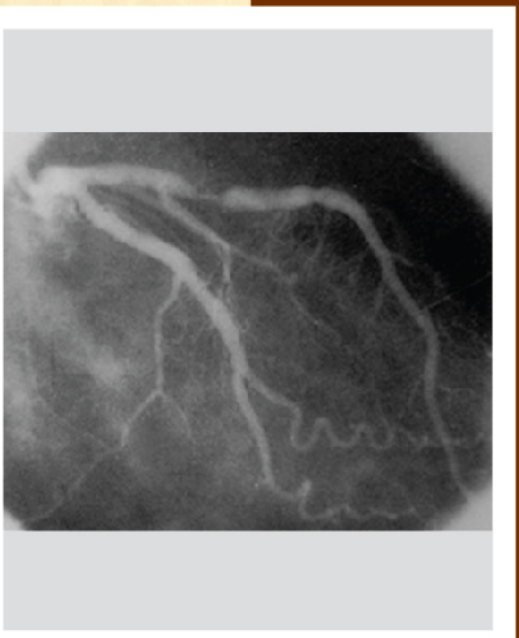

করোনারি এনজিওগ্রাফিতে বাম করোনারির শাখা রক্তনালিতে (এলএডি-LAD) ব্লক দৃশ্যমান। এই ক্ষেত্রে বেলুন এনজিওপ্লাস্টি ও স্টেন্ট স্থাপন কার্যকর চিকিৎসা ব্যবস্থা।

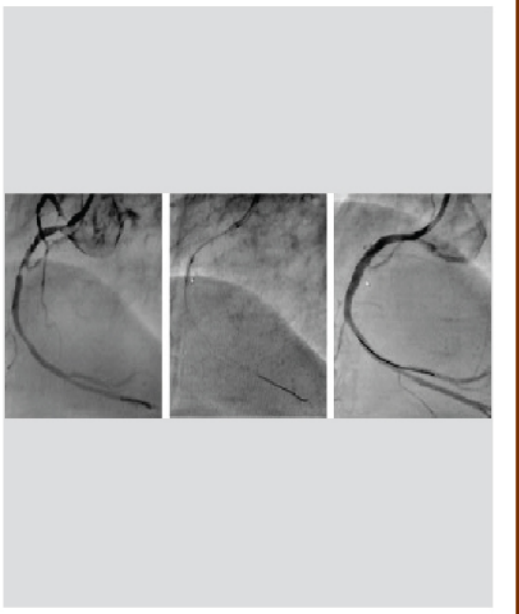

করোনারি রক্তনালিতে এনজিওগ্রাম পরীক্ষায় ব্লক ধরা পড়লে উপযুক্ত ক্ষেত্রে বেলুন এনজিওপ্লাষ্টি (বেলুন ফুলিয়ে সরু স্থানকে প্রসারিত করা) এবং স্টেন্ট প্রতিস্থাপন (প্রসারিত স্থানকে ধরে রাখতে) করা হয়। আবার জরুরিভাবে হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে সরাসরি বেলুন এনজিওপ্লাস্টি (direct PCI) করে রক্তচলাচল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। ছবিতে ডান করোনারি রক্তনালিতে ব্লক (প্রথম ছবি) সারাতে বেলুন এনজিওপ্লাস্টি (দ্বিতীয় ছবি) ও স্টেন্ট প্রতিস্থাপন (তৃতীয় ছবি) করে রক্ত প্রবাহ নির্বিঘ্ন করা হয়েছে। এতে রোগীর বুকব্যথা ও অন্যান্য উপসর্গ প্রশমিত হয়।

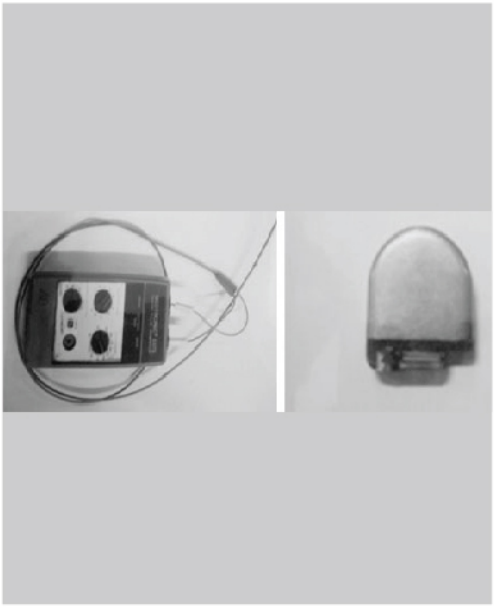

প্রেসমেকার জেনারেটর : হৃৎস্পন্দন হ্রাস পেলে মাথা ঘোরানো, মূর্ছা যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। নাড়ির গতি অতিমাত্রায় মন্থর হয়ে পড়লে তা জীবন বিপন্ন করতে পারে। হৃৎস্পন্দন বাড়াতে অস্থায়ী (বাম) ও স্থায়ী পেসমেকার (ডান) প্রয়োজন হয়। অস্থায়ী পেসমেকার সচরাচর পায়ের সাথে স্বল্প সময়ের জন্য বেঁধে রেখে তারের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে সংযোগ দিয়ে হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তা এক থেকে দুই সপ্তাহ রাখা হয়; যতক্ষণ না হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক হয়ে আসে কিংবা স্থায়ী পেসমেকার প্রতিস্থাপন করা হয়। স্থায়ী পেসমেকারের জেনারেটর ডান কিংবা বাম কণ্ঠ হাড়ের নিকটবর্তী (pectoral region) বুকের চামড়ার নীচে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং তা তারের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযোগ রক্ষা করে। জেনারেটর সৃষ্ট হৃৎস্পন্দনে হৃৎপিণ্ড পরিচালিত হয়। স্থায়ী পেসমেকার সচরাচর ১০ বছর পর্যন্ত চলে।

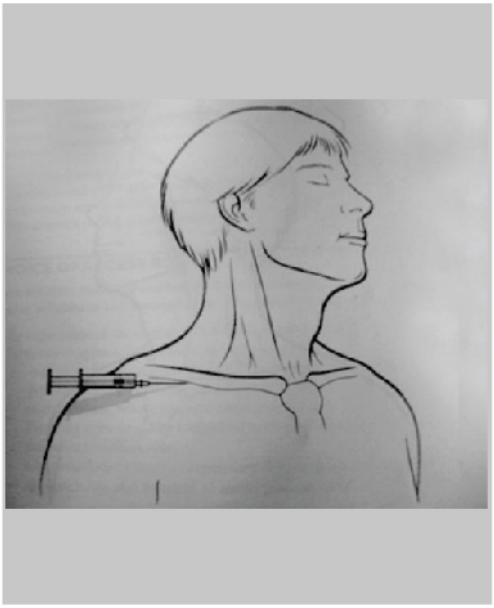

স্থায়ী পেসমেকার স্থাপনের জন্য ডান কণ্ঠ হাড়ের নীচের স্থান দিয়ে ডান দিকের শিরা (subclavian vein)-এর মাধ্যমে পেসমেকারের তার প্রবেশ করানো হয়। ছবিতে ডান সাবক্লাবিয়ান শিরায় অনুপ্রবেশ (subclavian puncture) দেখানো হয়েছে।

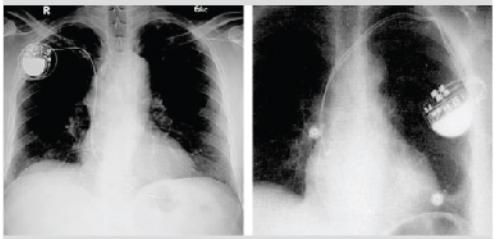

বুকের এক্স-রে পরীক্ষায় স্থায়ী পেসমেকারের জেনারেটর দৃশ্যমান। পেসমেকার-এর তার ডান নিলয়ে রাখা হয়। উপযুক্ত ক্ষেত্রে ডান নিলয় ও ডান অলিন্দে দুটো তার দিয়ে জেনারেটরের সংযোগ দেওয়া হয়। এতে বাড়তি কিছু সুবিধা রয়েছে। এটাই দ্বি-প্রকোষ্ঠ (dual chamber) পেসমেকার (ডানে)

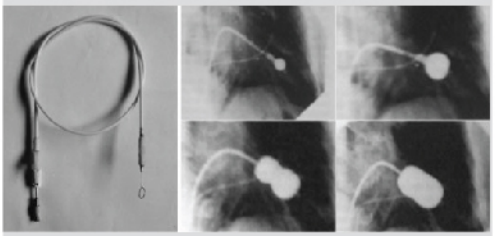

মাইট্রাল ভাল্বের সংকোচন তীব্র পর্যায়ের হলে (severe mitral stenosis) বেলুন ফুলিয়ে তা সারাতে হয়। ছবিতে এ ধরনের একটা বেলুন (বাম) এবং তা ফোলানোর বিভিন্ন স্তর দেখানো হয়েছে (ডান)।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকদের হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি নিরূপণ বিষয়ক চেকআপ ০৪-০৪-২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এই চেকআপে উচ্চতা, কোমরের পরিধি, ওজন, অভুক্ত অবস্থায় রক্তের গ্লুকোজ, কোলেস্টেরল পরীক্ষা করা হয়। এতে ২৭০ জন চিকিৎসক অংশগ্রহণ করেন এবং পরীক্ষার পর তাদের হৃদ্‌রোগ সংক্রান্ত ঝুঁকির স্তর (CAD risk category) জেনে নেন।

বিশ্ব উচ্চ রক্তচাপ দিবস' ২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে চমেক হাসপাতালে তদানীন্তন পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন নিজের রক্তচাপ মেপে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এই দিন প্রায় ৩০০ জন অংশগ্রহণকারীর রক্তচাপ মাপা হয়। এতে অংশগ্রহণকারীদের রক্তচাপ পরিমাপ-প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং তা পরিমাপের নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয়।

বিশ্ব রক্তচাপ দিবসে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ। তাদের নির্দেশনা দিচ্ছেন সহকারী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ সালেহ উদ্দীন সিদ্দিকী। (ডান ছবি)

রক্তচাপ পরিমাপ নির্দেশিকা (বাম ছবি)

বিশ্ব রক্তচাপ দিবস' ২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত "উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদ্‌রোগ" শীর্ষক আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন চমেক অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডা.) সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর। পাশে উপবিষ্ট ইউএসটিসির কার্ডিওলজির অধ্যাপক (ডা.) সৈয়দ মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক (ডা.) বাসনা মুহুরী, ডা. প্রবীর কুমার দাশ, সাবেক পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন

ভ্যালেন্টাইন দিবস' ২০১৮ উপলক্ষে হৃদ্‌রোগ বিভাগ আয়োজিত "হার্ট টু হার্ট" কর্মসূচিতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিভাগীয় প্রধান ডা. প্রবীর কুমার দাশ। পাশে উপস্থিত সাবেক পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন, প্রফেসর (ডা.) সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, সহকারী অধ্যাপক ডা. নরেশ চন্দ্র রায় ও সহযোগী অধ্যাপক ডা. আশীষ দে এই কর্মসূচিতে গরিব ও অসহায় রোগীদের ব্যয়বহুল হৃদ্‌রোগ চিকিৎসায় বিভিন্ন সহায়তা করা হয়।

"হার্ট টু হার্ট" কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন চমেক হাসপাতালের সাবেক পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন।

‘হার্ট টু হার্ট’ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন চমেক অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডা.) সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর। পাশে (ডানদিকে) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জালাল উদ্দিন, ডা. প্রবীর কুমার দাশ, ডা. বিপ্লব ভট্টাচার্য্য ও ডা. আনিসুল আউয়াল। (বামদিকে) ডা. সালেহ উদ্দিন সিদ্দিকী

‘হার্ট টু হার্ট’ কর্মসূচিতে রোগীকে স্টেন্ট দান করেন সাবেক সাংসদ জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু। পাশে (ডানদিকে) বিভাগীয় প্রধান ডা. প্রবীর কুমার দাশ এবং (বামদিকে) সাবেক পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন।
পাশের ছবিতে স্টেন্ট গ্রহণকারী রোগী সিরাজুল ইসলাম

চমেক হাসপাতালে মেমোগ্রাফি মেশিন উদ্বোধন শেষে মুনাজাত করছেন সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনসহ অতিথিরা –আজাদী

মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দানে হৃদ্‌রোগ বিভাগে চালু হয় "ডা. ফজলে রাব্বি মুক্তিযোদ্ধা ব্লক"। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব আ.জ.ম নাছির উদ্দীন তা উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে দোয়া করছেন চসিক মেয়র। তার পাশে (বামদিকে) চট্টগ্রাম জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোঃ শাহাব উদ্দিন ও বিভাগীয় প্রধান ডা. প্রবীর কুমার দাশ, (ডানদিকে) চট্টগ্রাম সিটি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোঃ মোজাফফর আহমেদ, সাবেক পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন ও অন্যরা।

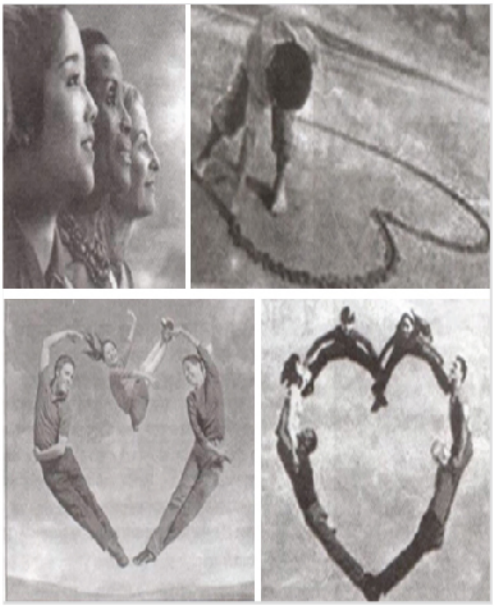

বিশ্ব হার্ট দিবসের বিভিন্ন লোগো-
উপরে : হৃদ্‌রোগ স্ট্রোক ও নারী ২০০৩ খ্রি. (১ম ছবি) শিশু, কিশোর ও হৃদ্‌রোগ ২০০৪ খ্রি. (২য় ছবি)
নীচে : শারীরিক কসরতে ফুলিয়ে তোলা হৃৎপিণ্ডের অবয়ব ২০০৬ খ্রি. (১ম ছবি) এবং সম্মিলিত প্রয়াসের ফুটিয়ে তোলা হৃৎপিণ্ডের অবয়ব ২০০৭ খ্রি. (২য় ছবি)।

হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টিতে বিভাগীয় প্রধান ডা. প্রবীর কুমার দাশ বিরচিত বিভিন্ন প্রকাশনা।

ডা. প্রবীর কুমার দাশ তাঁর লেখা "দিবসের ডাক" গ্রন্থ হস্তান্তর করছেন ব্যাঙ্গালোরস্থ নারায়ণ হৃদয়ালয়ের পরিচালক প্রখ্যাত কার্ডিয়াক সার্জন ডা. দেবী প্রসাদ শেটীকে তাঁর ব্যাঙ্গালোরস্থ অফিস কক্ষে।

নিউইয়র্কের হোটেল হিলটনে ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত অ্যামেরিকান হাইপারটেনশন সোসাইটির (এএসএইচ) ২৭তম বার্ষিক কনফারেন্সে "উচ্চরক্তচাপ ও হার্ট অ্যাটাকজনিত জটিলতা" শীর্ষক পোস্টার উপস্থাপন করছেন ডা. প্রবীর কুমার দাশ (বামে)। এএসএইচ প্রেসিডেন্ট ডা. ডব্লিও বি হোয়াইট-এর সাথে উপস্থাপক (ডানে)।

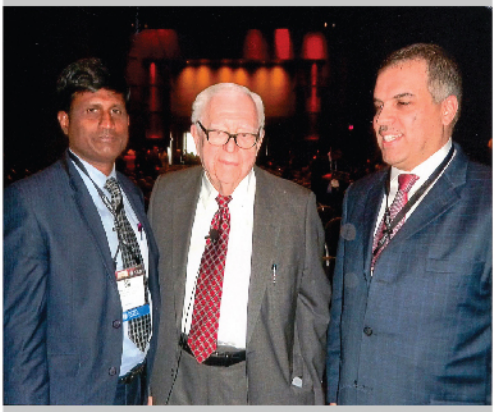

২০১৪ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত অ্যামেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজি কংগ্রেসে ইউগিনি ব্রনওয়াল্ড (মাঝে), ডা. প্রবীর কুমার দাশ ও জনৈক। ব্রনওয়াল্ড হৃদরোগ বিষয়ক বিখ্যাত টেক্সটবুক Braunwald's Heart Disease এর রচয়িতা এবং সহস্রাধিক হৃদ্‌রোগ বিষয়ক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রধান লেখক।

হৃদ্‌রোগ বিভাগের কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রকাশিত সমসাময়িক বিভিন্ন সংবাদ।

'হৃদ্‌রোগ চিকিৎসা : অতীত ও বর্তমান' শীর্ষক প্রদর্শনী উদ্বোধন করছেন চট্টগ্রাম বিএমএ-সভাপতি অধ্যাপক ডা. মজিবুল হক খাঁন। পাশে উপস্থিত চমেক অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডা.) সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহসেন উদ্দিন আহমদ, বিভাগীয় প্রধান ডা. প্রবীর কুমার দাশ, কনসালটেন্ট ডা. আবুল হোসেন শাহীন, সহকারী অধ্যাপক ডা. বিপ্লব ভট্টাচার্য ও অন্যান্য।

প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন (ডানদিক থেকে) চট্টগ্রাম বিএমএ সভাপতি অধ্যাপক ডা. মুজিবুল হক খাঁন, চমেক পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহসেন উদ্দিন আহমদ, হৃদরোগ বিভাগের কনসালটেন্ট ডা. আবুল হোসেন শাহীন ও ডা. এ কে এম মনজুর মোর্শেদ।

প্রদর্শনীতে এমডি, ডিকার্ড ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিভাগীয় প্রধান ডা. প্রবীর কুমার দাশ, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডা. এ কে এম মনজুর মোর্শেদ, সহকারী অধ্যাপক ডা. নরেশ চন্দ্র রায় ও অন্যান্য।

চিত্রপ্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া নার্স অফিসারদের একাংশ।

'হৃদ্‌রোগ চিকিৎসা : অতীত ও বর্তমান' প্রদর্শনী চ্যানেল আই-তে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রচারিত হচ্ছে।

হৃদ্‌রোগ বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

চিত্রপ্রদর্শনীতে
অংশগ্রহণকারী দর্শকদের লেখা কয়েকটি
মন্তব্য ও পরামর্শ